এ্যাকুরিয়ামে বাহারি মাছ চাষ হতে পারে আত্মকর্মসংস্থানের প্রকৃষ্ট খাত

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বর্তমানে এ দেশে একদিকে যেমন জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে অন্যদিকে আবাদী জমি দিনে দিনে কমে যাচ্ছে; তার সাথে পাল্লাদিয়ে বেড়ে যাচ্ছে বেকার সমস্যা। দেশে বর্তমানে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠির পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে গ্রামে বহু শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়ে কৃষির বিভিন্ন খাতে যেমন হর্টিকালচার, পোল্ট্রি, ডেইরি, ছাগল/ভেড়া পালন মৎস্য চাষ, ইত্যাদিতে স্বল্প বিনিয়োগ করে নিজেদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রাণন্তকর চেষ্টা করে চলেছে। অনেকে আবার অপ্রচলিত বিভিন্ন খামার যেমন উট পাখির খামার, কবুতর, টার্কির খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের বেকারত্ব দূর করতে উদ্যোগী হয়ে উঠছে। এ সমস্ত উদ্যোগী এবং উদ্যোমী যুবক/যুবতী প্রশংসার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের বেকার যুবক/যুবতীদের জন্য এ্যাকুরিয়ামে বাহারি মাছ চাষ এবং সৌখিন এ মাছ সমূহের প্রজনন কার্যক্রম হতে পারে নতূন একটি দিগন্ত। ইদানিং লক্ষ্য করা গেছে যে ঢাকায় কাঁটাবন কেন্দ্রিক বহু বাহারী মাছের দোকান ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায়ও ইতোমধ্যে বহু বাহারী মাছের বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠছে। যা অত্যন্ত আশার কথা।

একজন শিক্ষিত বেকার অত্যন্ত অল্প সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মাত্র ৬০-৭০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে নিজ বাড়ীর ছাদেই বাহারী মাছের মিনি হ্যাচারি গড়ে তুলতে পারেন। দেখা গেছে এ সমস্ত বাহারী মাছের মিনি হ্যাচারি থেকে সহজেই মাসে ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করা যায়। এ ব্যাপারে মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ধারাবাহিক প্রণোদোনার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে বাহারী মাছ চাষের মাধ্যমেও দেশে যথেষ্ট আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারতো।

ঘরের শোভা ও পরিবেশকে অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক করার জন্য অনেক সৌখিন ব্যক্তি এ্যাকুরিয়ামে আকর্ষণীয় নানা বর্ণের মাছ পালন করে থাকেন। শুধু নিজ গৃহেই নয় বরং বহু সুপার মলে, চাইনিজ রেস্টুরেন্টে, বড় অভিজাত হোটেলে অথবা বড় বড় বিপণী বিতানে ক্রেতা সাধারণকে আকৃষ্ট করতে বর্তমানে অনেক ব্যবসায়ী এ সমস্ত চিত্তাকর্ষক বাহারী মাছের এ্যাকুরিয়াম দিয়ে তাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সাজাতে পছন্দ করেন।

এহেনো প্রচেষ্টা যদি সকল ব্যবসায়ী, শিক্ষিত বেকার যুব/যুবাগণ এবং পাশাপাশি সরকারি প্রণোদনায় যদি এখাতে সিমিত সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা চালু করা হতো এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ যদি এ ক্ষেত্রে সহায়তার হাত প্রসারিত করতো তাহলে বাহারি মাছের উৎপাদন ও বিপণন এর মাধ্যমে দেশের অনেক শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠি আত্মকর্মসংস্থান করার ক্ষেত্রে আরো বেশি উদ্যোগী হয়ে উঠতো।

'এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের জন্য রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। 'খামারে' প্রকাশিত লেখার সূত্র স্বীকার করে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়। সেক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত লেখাটি সম্পাদকের অবগতির জন্য প্রেরণের অনুরোধ রইল। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও প্রায়োগিক কৌশলসম্পন্ন উৎপাদনমুখী লেখা সাদরে গৃহীত হবে। প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।